advertisement

গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে ক্ষোভ :কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

শেকৃবি প্রতিনিধি
১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০০:১১

নানা

advertisement

বিতর্ক ও সমালোচনার মুখে পড়েছে প্রথমবারের মতো গুচ্ছ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া দেশের পাঁচটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষিসংশ্লিষ্ট দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক প্রথম শ্রেণির ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা। আবেদনকৃত ভর্তিচ্ছু সব শিক্ষার্থীকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভর্তি পরীক্ষা কমিটি। তবে বাছাই প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে না দিলেও ভর্তিচ্ছুদের আবেদন ফি ফেরত দেবে না কর্তৃপক্ষ। এমন সিদ্ধান্তে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ সর্বত্র ক্ষোভ প্রকাশ করছেন ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা।

ভর্তি পরীক্ষা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ৭ বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট আাসনসংখ্যা মিলিয়ে সর্বমোট ৩ হাজার ৫৫১ আসনের বিপরীতে পরীক্ষা দিতে পারবে আসনসংখ্যার ১০ গুণ অর্থাৎ ৩৫ হাজার ৫১০ জন। এদিকে আবেদনের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের মোট জিপিএর চতুর্থ বিষয় বাদে ৭ পয়েন্ট। মেধাতালিকা করা হবে চতুর্থ বিষয় বাদে মোট জিপিএ হিসেবে।

শিক্ষার্থীরা বলছেন, চতুর্থ বিষয় বাদে জিপিএ হিসাব করলে অনেকেই সুযোগ পাবেন না ভর্তি পরীক্ষায়। অবস্থা এমন যে, যার পয়েন্ট যত বেশি এবং যারা দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেবে, সেই এগিয়ে থাকবে। ভর্তিচ্ছুদের দাবি, মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষার মতো কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হোক।

ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে মানববন্ধন কর্মসূচির পরিকল্পনাও করছেন বলে জানা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তাদের অনেকেও এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে।

এ বিষয়ে ভর্তি পরীক্ষা কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক মো. আখতার হোসেন বলেন, ওয়েবসাইটে তথ্যগুলো যেভাবে উল্লেখ আছে, সেভাবেই ভর্তি পরীক্ষার সব কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এর বাইরে তিনি কিছু বলতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন।